গোস্বামীর টের, পাইয়া কুবের,
ধরে গোস্বামীর পদ।
অদ্য এ বাড়ীতে, হবে সেবা নিতে
দিতে হবে শ্রীপদ।।
দয়া উপজিল, গোস্বামী বসিল,
বলে শীঘ্র দেও খেতে।'
কুবের রমণী, গৃহে নাই তিনি,
গিয়াছেন বস্ত্র ধুতে।।
তরান্বিত হ'য়ে, কুবের আসিয়ে,
বলে তাহার নারীকে।
'এস শীঘ্র গতি, এসেছে অতিথি,
সেবা করা'ব তাঁহাকে।।'
কুবের রমণী, কহিছেন বাণী,
'অতিথি এসেছে কে?'
কুবের কহেন, 'লোচন এলেন,
সেবা করা'ব তাঁহাকে।।'
কুবের রমণী, রুষিয়া অমনি,
কহিছে রাগের সাথ।।
টুণ্ড মহারুগে, দূর করে দে'গে,
কে রাঁধিবে তার ভাত?
কুবের রুষিয়া, বাটীতে আসিয়া,
নিজে যায় পাক ঘরে।
করে আয়োজন, লোচন তখন,
তাহা জানিল অন্তরে।।
গোস্বামী লোচন, মধুর বচন,
ডেকে কহে কুবেরেরে।
'যার যেই কাজ, তার সেই সাজ,
অন্যে কি সাজিতে পারে?
বল গিয়া মায়, আমি টুণ্ড নয়,
পাক করুন আসিয়ে।
ভাল হ'য়ে এলে, ভাল পাক হ'লে,
আমি খাব ভাল হ'য়ে।।'

কুবের নারীকে, কহিছেন সুখে,
'পাক কর শীঘ্র গিয়ে।
মোরে পাঠালেন, স্বামী বলিলেন,
খাইবেন ভাল হ'য়ে।।'
কুবের রমণী, কহিছেন বাণী,
'এই কথা নহে সাঁচা।
উহা না মানিব, আমি না যাইব,
ছাড়িয়া কাপড় কাঁচা।।'
কহিছেন রাগি, 'কি কহিলি ছাগী,
কুবের ক্রোধেতে পূর্ণ।
গোঁসাই লোচন, কহিছে বচন,
'এ রাগ কিসের জন্য।।
বাছা রে কুবের, কপালের ফের,
মাকে কেন মন্দ বল।
ক্রোধ নহে ভাল, তুমি আমি ভাল,
মাতাও কহিছে ভাল।।
চলহে এখন, আমরা দু'জন,
পাক আয়োজন করি।
মা আসিবে পরে, পাক করিবারে,
আমরা কি কাজে হারি।।
গোস্বামী আসিয়ে, কুবেরকে ল'য়ে,
রাখিয়ে নিজের ঘরে।
যাইয়া গোঁসাই, সে নারীর ঠাঁই,
কহিছেন মৃদু স্বরে।।
'মা এস এখন, করহ রন্ধন'
ভোজন করিব আমি।
সুপুরষ হ'য়ে, খাইব বসিয়ে,
দেখিতে পাইবে তুমি।।'
তাহা শুনি সতী, অতি শীঘ্র গতি,
ভকতি করিল মনে।
অন্নাদি ব্যঞ্জন, করিল রন্ধন,
লোচন বসিল ভোজনে।।